বাংলা একাঙ্কের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলা নাটক একুশ শতকে নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত। বর্তমানে বাংলা নাটকের নানান শ্রেণি বিন্যাস সচেতন পাঠকের নজরে আসে। বিষয়গত বিভাজন, গঠনগত বিভাজন এবং উপস্থাপনার নিরিখে বাংলা নাটক বহুধা বিভক্ত। অষ্টাদশ শতক থেকে বাঙালি হিসেবে আমরা পাশ্চাত্য জীবন ও সংস্কৃতির সান্নিধ্য লাভ করেছি। জীবন ও জীবিকায় পাশ্চাত্যবোধ ক্রমশ আমাদের পূর্বসূরীদের আকৃষ্ট করেছিল। ইংরেজের থিয়েটার এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। লেবেডফে'র আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকের অন্তিম দশকে। বাঙালি প্রতিষ্ঠিত বাংলা থিয়েটার ঊনবিংশ শতকে আমাদের নিকট গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙালির দ্বারা পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক রচিত হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি (১৮৫২) সময়ে। জি.সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালির প্রথম নাটক। এই দু'টি নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব কতটা ছিল— সে জিজ্ঞাসা আজও জীবন্ত, তবে মধুসূদন দত্তের হাতেই বাংলা নাটক পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত হয়েছে। মধুসূদন দত্তের সময় হতে বাংলা নাটক ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে। এই সময়ের বাংলা নাটক বিষয়গত দিক থেকে পৌরাণিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক। গঠনগত দিক থেকে বাংলা নাটক তখন পঞ্চমাঙ্ক পূর্ণাঙ্গ নাটক। এছাড়াও পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রচুর পরিমান প্রহসনধর্মী নাটক রচিত হয়েছে। এই সব প্রহসনধর্মী নাটকগুলি কখনো এক অঙ্কে কখনো দুই অঙ্কে রচিত হয়েছে। উনিশ শতকে রচিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটকগুলিকে উনিশ শতকে 'একাঙ্ক' নাটক নামে চিহ্নিত করা হয়নি। অর্থাৎ 'একাঙ্ক নাটক' এই শব্দবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে বিশ শতকে, কেননা ১৯২৩ সালে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' প্রকাশের পূর্বে 'একাঙ্ক নাটক' হিসেবে বিশেষ গোত্রের নাটক নাট্যমোদীদের নিকট পরিচিত ছিল না। বিশেষতঃ নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকারগণ 'মুক্তির ডাক'-এর পূর্বে কোন স্বল্পদৈর্ঘের নাটকের সঙ্গে 'একাঙ্ক' শব্দটিকে বিশেষণ হিসেবে প্রযুক্ত করেননি।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা সবকিছুরই অতীতেরও অতীত থাকে। আধুনিক বাঙালি সমাজ-সভ্যতা-সাহিত্য-সংস্কৃতি হাজার হাজার বছরের ভারতবর্ষীয় জীবন-

Scanned with CamScanner

সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এবং পাশ্চাত্য জীবন-সংস্কৃতির সংমিশ্রিত রূপ। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য প্রধানতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে বলিষ্ঠতা দান করেছে। একাঙ্ক নাটক সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে এমনটা বলা যায় না, তবে একাঙ্কের সমধর্মী নাটক সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যায় রচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকারগণ দৃশ্যকাব্যগুলিকে দশটি প্রধান শ্রেণিতে শ্রেণিকরণ করেছেন— নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথি, প্রহসন, ডিম এবং ঈহামৃগ। এদের মধ্যে 'ভাণ' শ্রেণির দৃশ্যকাব্যগুলির সঙ্গে আধুনিক একাঙ্কের সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের 'one act play'-ই যে বাংলা একাঙ্ক রচনার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফলতঃ বাংলা একাঙ্কের অস্থি-মজ্জায় মিশে রয়েছে সংস্কৃত 'ভাণ' এবং পাশ্চাত্য 'one act play'। বাংলা একাঙ্কের প্রথম সফল সৃষ্টি হিসেবে অনেকে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক'কে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন কিন্তু অনেকানেক সমালোচকই মনে করেন না 'মুক্তির ডাক'ই প্রথম বাংলা একাঙ্ক। তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বাংলা একাঙ্কের জনকত্ব বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এই বিতর্ক সরিয়ে রেখে বলা যায় 'মুক্তির ডাক' এর পূর্বে 'বল্লালী খাত' (১৮৬৭), 'কিঞ্চিত জলযোগ' (১৮৭২), 'চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে' (১৮৮৪) বেল্লিকবাজার, 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'হাস্য কৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি রচিত হয়েছে। তবে 'মুক্তির ডাক'-এর পূর্বে রচিত এই স্বল্পায়তন নাটকগুলিকে তদানীন্তন সময়ে কেউই সচেতন ভাবে 'একাঙ্ক' রূপে গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালে এই সব স্বল্পায়তন নাটকগুলিকে একাঙ্ক বা একাঙ্কের লক্ষণাক্রান্ত নাটক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ড. অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'একাঙ্ক সঞ্চয়ণ' গ্রন্থটির প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'কে একাঙ্ক হিসেবে সংকলিত করা হয়েছে; আবার ড. অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকটি একাঙ্ক হিসেবে সংকলিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে 'বাংলা সাহিত্য একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হলে এই সংস্থার কিছু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ১৯২৩ সালে রচিত মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক'কে প্রথম বাংলা একাঙ্ক বলে ঘোষণা করেন। এই সময় 'মুক্তির ডাক' বাংলা প্রথম একাঙ্ক কীনা এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা এবং সমালোচনা চলতে থাকে এবং 'মুক্তির ডাক' রচনাটি পাঠক-সমালোচক নির্বিশেষে প্রথম একাঙ্ক রূপে গ্রহণ করেন নি। আমাদের মনে হয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য প্রকরণ রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটি প্রকরণ শিল্পগত দিক থেকে পূর্ণতা লাভের পূর্বে কিছু কিছু সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাস, ছোটগল্প বা গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্য।

Scanned with CamScanner

যেমন বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্বে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' বা আরও কয়েকটি উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত রচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রেও বলা যায়, শিল্পসম্মত প্রথম একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক' যদিও একাঙ্কধর্মী রচনা রচিত হয়েছে মুক্তির ডাকে'র পূর্বে।

'মুক্তির ডাক' প্রথম সার্থক একাঙ্ক কীনা সে বিতর্ক দূরে সরিয়ে রেখে বলা চলে মন্মথ রায় অসংখ্য সার্থক একাঙ্ক রচনা করেছেন। সে যুগের দর্শক ও পাঠকের চাহিদা পূরণে মন্মথ রায়ের একাঙ্কগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মন্মথ রায় ১৯২৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ৬৪ বছর সময়কালে অগণিত একাঙ্ক রচনা করেছেন। তার একাঙ্ক নাটকগুলি আঙ্গিকের দিক থেকে এবং বিষয়গত বৈচিত্র্যে অনন্যতার স্মারক হয়ে রয়েছে। আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা এবং আধুনিক জীবনের সঙ্কট তার একাঙ্কের মধ্যে বার বার স্থান করে নিয়েছে। ইতিহাস, পুরাণ এবং বর্তমান সময়— সব ক্ষেত্র থেকেই তিনি একাঙ্কের রসদ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর প্রথম একাঙ্ক সংকলন গ্রন্থটি অখিল নিয়োগী মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। এই সংকলন গ্রন্থে— 'রাজপুরী', 'বহুরূপী', 'উইল', 'বিদ্যুৎপর্ণা' স্মৃতির ছায়া, 'উপচার', 'পঞ্চভূত' ও 'মাতৃমূর্তি', মোট আটটি একাঙ্ক সংকলিত হয়েছে। তাঁর মোট ছয়টি একাঙ্ক সংকলন প্রকাশ পেয়েছিল। সংকলন গ্রন্থগুলিতে মোট ৭৭টি একাঙ্ক স্থান পেয়েছিল কিন্তু এযাবৎকাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে ড. জয়তী ঘোষ মহাশয়া মন্মথ রায়ের ২০৪টি একাঙ্কের সন্ধান দিয়েছেন। স্বাভাবিক তাই বলা যায় বাংলা একাঙ্ক নাটকের ইতিহাসে মন্মথ রায় এবং তাঁর সৃষ্ট একাঙ্কগুলি নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলা একাঙ্ক মন্মথ রায়ের পর অসংখ্য নাট্যকারের সৃষ্টির স্পর্শে বিচিত্রগামী হয়ে উঠেছে। বাংলা একাঙ্কের ধারা পর্যালোচনা করলে অসংখ্য নাট্যকারের হদিস পাওয়া যায়। কবি রূপে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সমধিক পরিচিত। তিনি একাধিক একাঙ্ক রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক হল— 'নতুন তারা' এবং 'উপসংহার'। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের একাঙ্কের সংখ্যা- ছয়— 'অতীতের অভিশাপ', 'অন্ধ', 'মহাযুদ্ধের ফলে', 'জননী', 'ভাঙা চাকা' এবং 'চালের দর'। নন্দদুলাল সেনগুপ্ত কয়েকটি একাঙ্ক রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি একাঙ্ক হল— 'সহোদর', 'ভদ্রলোক', 'ধর্মঘট' ইত্যাদি। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক 'রাজধানীর রাস্তায়' পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সফলতম নাট্যকারদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্য অন্যতম। বিধায়ক ভট্টাচার্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক হল— 'সরীসৃপ', 'উজান যাত্রা', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'নিবেদয়ামি' ইত্যাদি। প্রমথনাথ বিশী কয়েকটি

Scanned with CamScanner

একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন— 'পশ্চাতের আমি', 'পরিহাস বিজল্পিতম্' 'বেনিফিট অব ডাউট' এবং 'কে লিখিল মেঘনাদ বধ কাব্য'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক- 'ভাড়াটে চাই' এবং 'বারোভূত'। কথা সাহিত্যিক বনফুল অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর 'দশভাণ' একাঙ্ক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত একাঙ্কগুলি হল— 'শিককাবাব', 'লেহ্য', 'জল', 'অবাস্তব', 'নবসংস্করণ', 'কবয়ঃ', 'বাণপ্রস্থ', 'আকাশলীন', 'অন্তরীক্ষে' এবং '১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮'। 'শিককাবাব' তাঁর কালজয়ী একাঙ্ক। এছাড়াও বনফুল রচিত আরও কয়েকটি একাঙ্কের সংবাদ পাওয়া যায়— 'কবিতা বিভ্রাট', 'ঝুলন পূর্ণিমা', 'ক্লিওপেট্রা', 'নমুনা' এবং 'অশ্রুর উৎস', 'চবৈতুহি', 'কৈকেয়ী' প্রভৃতি। বিশ শতকের চারের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে জীবন ও জীবনের সঙ্কট ভিন্নরূপে উপস্থাপিত হয়েছিল মূলতঃ গণনাট্যের পরিসরে। গণনাট্য পূর্বতন নাট্যধারার গর্ভে বিষয় ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে নতুনতর জীবনদৃষ্টি আনয়ণ করতে সক্ষম হয়েছিল। গণনাট্যের প্রাক্‌পর্বে সুনীল চট্টোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন 'অঞ্জনগড়'। এছাড়াও সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরাণী' তদানীন্তন সময়ে দর্শক ও পাঠক সমাজে গভীরভাবে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিল।

গণনাট্যের পুরোধা ব্যক্তিবর্গেব মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। 'নবান্নে'র রূপকার হিসেবে তাঁর সমধিক পরিচিতি হলেও তিনি অসংখ্য জনপ্রিয় একাঙ্ক রচনা করেছেন। বিজন ভট্টাচার্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি একাঙ্ক হল— 'আগুন', 'জবানবন্দি', 'কলঙ্ক', 'মরাচাঁদ', 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক', 'চুল্লী', 'হাঁসখালির হাঁস' প্রভৃতি। গণনাট্যের অপর রূপকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথী' একটি অসাধারণ একাঙ্ক। গণনাট্যের সান্নিধ্যে যে সব নাট্যকার নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, কিরণ মৈত্র, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি একাঙ্ক হল— 'মেঘের আড়ালে সূর্য', 'পূর্ণগ্রাস', 'অপচয়', 'এপিট ও ওপিট, 'বেওয়ারিশ' 'আপেক্ষিক', ' গোলটেবিল', 'মুখর রাত্রি', 'রক্তরাঙা সিঁথি', 'পাকাদেখা', 'অন্তস্থল', 'হারানো সুর', 'চিড়িয়া বিদ্রোহ', 'দু-এর পিঠে এক শূন্য', 'সীমান্তের ডাক', 'বাঁধ ভেঙে দাও', 'বোধন', 'অরন্ধন', 'গ্রীণরুম', 'কণ্ঠরোধ', 'আঁধার ঘরে আলো', 'রেশন শপ' প্রভৃতি। তুলসী লাহিড়ী পনেরোটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন- 'নাট্যকার', 'নববর্ষ', 'মণিকাঞ্চন', 'ওলট-পালট', 'গ্রীনরুম', 'দেবী' 'চৌর্যানন্দ' প্রভৃতি। 'দেবী' তুলসী লাহিড়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ একাঙ্ক। নট ও নাট্যকার, মঞ্চ পলিচালক, অভিনেতা শম্ভু মিত্র বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শম্ভু মিত্রের উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক— 'অতুলনীয় সংবাদ', 'গর্ভবতী বর্তমান', কিরণ মৈত্রের

Scanned with CamScanner

কয়েকটি একাঙ্ক হল- 'ভাগ্যেলেখা', 'বুদবুদ', 'অন্ধকারায় কোথায় গেল', 'দেহ আলো', 'উৎসবের দিন', 'পথের ঠিকানা', 'জীবন্ত কবর', 'খুন', 'আলোর নীচে', 'ডুবুরি', 'একান্তে', 'চেতনা' 'অকল্পনীয়' প্রভৃতি। বাংলা নাটকে উৎপল দত্ত অতি পরিচিত নাট্যকার এবং অভিনেতা ও মঞ্চ নির্দেশক। সারাজীবনে উৎপল দত্ত অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন। তার কয়েকটি একাঙ্ক নাটক হল- 'নীলকণ্ঠ', 'সমাধান', 'লৌহমানব', 'ঘুম নেই', 'মে দিবস', 'দ্বীপ' এবং 'কাকদ্বীপের এক মা'। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা নাটকের ইতিহাসে ভিন্ন পথের অভিযাত্রী। 'রিঙ', 'বাজপাখি', 'মাছি', 'ফিনিক্স', 'সোনার চাবি', 'বাইরের দরজা', 'লাঠি', 'ভূত', 'বর্ণপরিচয়', সন্দুর প্রভৃতি। তিনি অ্যাবসার্ড দর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর নাটক অ্যবসার্ড নাটক বা 'কিমিতিবাদ' নাটক রূপে মানুষের নিকট পরিচিত। বাদল সরকার বাংলা নাটকে অ্যাবসাডবাদী নাট্যকার রূপে পরিচিত। তাঁর রচিত একাঙ্ক হল- 'সলিউশন এক্স', 'শনিবার'। মনোজ মিত্র অসংখ্য একাঙ্ক রচনা করেছেন এবং এখনও রচনা করে চলেছেন। মনোজ মিত্রের একাঙ্ক বাংলা একাঙ্ককে বহু বর্ণময়তা দান করেছে। তাঁর রচিত একাঙ্কের সংখ্যা-সাতাশ। 'মৃত্যুর চোখে জল', 'পাখি', 'তক্ষক', কালবিহঙ্গ', 'টাপুর টুপুর', 'আমি মদন বলছি', 'চোখে আঙুল দাদা', 'সন্ধ্যাতারা', 'বাবুদের ডাল কুকুরে', 'তেঁতুল গাছ', 'সত্যিভূতের গল্প', 'কাকচরিত্র', 'মঞ্চে চিত্রে', 'পাকে বিপাকে', 'ঘড়ি আংটি ইত্যাদি', 'মহাবিদ্যা', 'মদনের পঞ্চপণ্ড', 'প্রভাত ফিরে এসো', 'আঁখি পল্লব', 'টু-ইন-ওয়ান', 'রূপের আড়ালে', 'নিউ রয়্যাল কিসসা', 'দন্তরঙ্গ', 'স্মৃতিসুধা', 'বৃষ্টির ছায়াছবি', 'আকাশচুম্বন', এবং 'বনজোছনা' ইত্যাদি।

ধনঞ্জয় বৈরাগী বেশ কিছু একাঙ্ক রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি একাঙ্ক হল— 'অভিনয়', 'রঙের টেক্কা', 'শহীদ', 'ইক্কাবনের টেক্কা', 'মানসী', 'আগন্তুক', 'বিচিত্ররূপিনী', 'পাকা দেখা' এবং 'পরাজয়'। ধনঞ্জন বৈরাগীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক- 'এক পশলা বৃষ্টি'। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি একাঙ্ক হল— 'দুটি প্রাণ একটি মন', 'সাগর সঙ্গমে', 'বাজিকর', 'চন্দ্রবিন্দু', 'বিসর্গ', 'মেঘ' প্রভৃতি। সুনীল দত্তের কয়েকটি একাঙ্ক হল— 'কুয়াশা', 'বন্ধনহীন গ্রন্থি', 'দানব', 'নিশির ডাক', 'রাত কবে শেষ হবে', 'মুক্তির স্বাদ'। কিরণ মৈত্রের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি একাঙ্ক হল— 'বুদবুদ', 'অন্ধকার কোথায় গেল', 'ভাগ্যে লেখা', 'উৎসবের দিন', 'দেহ আলো', 'জীবন্ত কবর', 'আলোর নীচে', 'খুন', 'ডুবুরি', 'অকল্পনীয়' প্রভৃতি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহিত্যিক রূপেই পরিচিত। নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতির পরিসর সংকীর্ণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি একাঙ্ক রচনা করেছেন-'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', 'উমানন্দের মন্দির', 'ডাইনীর মায়া', 'অভিশপ্ত' প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

শৈলেশ গুহ নিয়োগী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক রচনা করেছেন- 'পলিটিকস্ গারদ', 'কলেজ হোস্টেল', 'ভূতের মুখে রাম নাম', 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে', 'ঝুমুর' এবং 'ভগবান গ্রেপ্তার'।

ঋত্বিক ঘটকের স্মরণীয় একাঙ্ক-'জ্বালা'। গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরীর একাঙ্ক-'জনান্তিক', 'সংকেত'। গঙ্গাপদ বসুর উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক- 'নমো মন্ত্র', 'বিশ্বাসের মৃত্যু', 'প্রজাপতয়েঃ নমঃ', 'মহাগুরু নিপাত' প্রভৃতি। গিরিশঙ্করের-'শহীদ স্মৃতি', 'শেষ সংলাপ', 'রক্তকরবীর পরে'। সলিল সেনের 'সন্ন্যাসী' এবং 'লাস্ট মিনিট', উমানাথ ভট্টাচার্যের 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ', 'দিন বদলায়', এবং 'বানভাসি'। কিরণ মৈত্রের 'বুদবুদ', 'কোথা গেল', 'যা তারা পারেনি', 'অন্ধকারায়', 'অমোঘ', 'বিচারক', রমেন লাহিড়ীর-'মনোবিকলন', 'অস্তমিত গান', 'জীবনবিতৃষ্ণা', অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার রং', 'জীবন যৌবন', 'এক অধ্যায়', অগ্নি মিত্রের 'নবজন্ম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক।

অনাদি বসু বাংলা একাঙ্ক ধারায় এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক-'আলোর নিশানা', 'বিবর্তন', 'দূষণ', 'শপথ', 'ইতিহাস কথা কয়', 'জন্ম শতবর্ষ' প্রভৃতি। অমল রায় বেশ কিছু একাঙ্ক রচনা করেছেন— 'কেননা মানুষ', 'ঘটোৎকচ', 'অন্য এক মারীচ', 'এখনি অস্ত্র শানাও', 'নচিকেতা', 'জতুগৃহ', 'বিদ্রোহের থিয়েটার', 'নিঃশেষে প্রাণ', 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে', 'ধরম যুদ্ধ', 'ইঁদুর দৌড়', 'বন্দীশালার ডাক' প্রভৃতি। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক-'হজমশক্তি', 'স্পন্দন', 'কেনা কুসুমের কথা', 'মহীনের যুদ্ধ' এবং 'ভারতবর্ষ'। রাধারমণ ঘোষের একাঙ্ক-'অর্থ স্বর্গ বিচিত্রা', 'ইতিহাস কাঁদে', 'হারাধনের দশটি ছেলে' 'শতাব্দীর পদাবলী', 'সূর্য নেই স্বপ্ন আছে', 'কলিকালের কড়চা', 'বিবর্ণ বিস্ময়' প্রভৃতি। সুব্রত মুখোপাধ্যায় 'পিপাসা', 'অলোকরেখা', 'ফাঁকি', 'কলুষ', 'স্রোতের বাইরে', 'অনিন্দিতা', 'প্রণয়বিভ্রাট' ইত্যাদি। গিরিশঙ্করের একাঙ্ক 'একচিলতে', 'আশ্বাস', 'টান', 'শহীদ স্মৃতি', 'রোশনাই', 'শেষ সংলাপ', 'শিখা' প্রভৃতি। বুদ্ধদেব বসুর একাঙ্ক 'পাতা ঝরে যায়', 'বাবু ও বিবি', 'চরম চিকিৎসা', 'সত্যসন্ধ' প্রভৃতি। সৌমিত্র বসুর উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক— 'স্বর্ণপ্রসু', 'রাক্ষসবধের বজ্র' ইত্যাদি। শাঁওলী মিত্র'র একাঙ্ক-'নেতা', এবং 'আত্মশুদ্ধি'। ব্রাত্যব্রত বসুর একাঙ্ক 'লাল মোরগের ঝুঁটি', 'প্রচ্ছায়া', 'এখন সকাল' প্রভৃতি।

মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) এর সময় থেকে বাংলা নাটকের ধারায় একাঙ্ক নাটক পাকাপাকি ভাবে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। মন্মথ রায় বাংলা একাঙ্কের জনক— এরূপ অভিমত স্বীকার অথবা অস্বীকার করা— কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণ ভাবে বলা যায় 'মুক্তির ডাক' থেকে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়কাল বাংলা

Scanned with CamScanner

একাঙ্কের শৈশব পর্ব। গণনাট্যের সমকাল থেকে বাংলা একাঙ্ক বহুধা বিস্তৃত হয়ে পথ চলতে শুরু করেছিল। গণনাট্য যেমন বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মাইলস্টোন তেমনি বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের তত্ত্বাবধানে গণনাট্যের বিভাজন ও ঐতিহাসিক ঘটনা। পরবর্তী সময়ে গ্রুপ থিয়েটার-এর সৃষ্টি—বাংলা নাটকের তৃতীয় মাইলস্টোন হিসেবে গণ্য হতে পারে। এর পরেই বাংলা নাটকের ধারায় অ্যাবসার্ড নাটক তথা বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার বাংলা নাটককে স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করেছিল। আসলে গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা ছিল মূলতঃ মার্কসীয় দর্শনের সম্প্রচার। গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা দেশভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্‌লগ্নে। দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, মন্বন্তর প্রভৃতি মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। মানব-মানবী জীবনের প্রতিদিনের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সঙ্কটগুলিকে একাঙ্ক রচয়িতাগণ আত্মীকরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবনের বাস্তব সমস্যা এবং সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান আবিষ্কার বা সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের নাট্যকারগণের প্রাথমিক করণীয় কর্তব্য। একই ভাবে ব্যক্তি মানুষের প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততা এবং শ্রমবিভাজনের অনিবার্য পরিনাম তখন মানুষকে একাঙ্কমুখী করে তুলেছিল নির্বিবাদে। মানুষের জীবন-অবসর যত হ্রাস পেয়েছে মানুষ ততই একাঙ্ক নাটকের সঙ্গে নিজের জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে বিশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ে অসংখ্য নাট্যকার একাঙ্ক রচনায় ব্রতী হয়েছেন। নাট্যকারগণের ক্রমাগত জীবনচর্চা এবং প্রকরণ চর্চা ক্রমাগত একাঙ্কের বিষয় ও শিল্পরূপের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত করেছে। বাংলা একাঙ্ক যতই অগ্রসর হয়েছে বাংলা একাঙ্ক ততই মানুষের মনন ও হৃদয়বৃত্তিকে একাঙ্কের পরিসীমায় উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে একুশ শতকের বাংলা একাঙ্ক মানুষের জীবন-যুদ্ধের তীক্ষ্ণতম হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। আশা করা যায় আগামী দিনে বাংলা একাঙ্ক মানুষের মননবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির চর্চায় আরো বেশি দায়িত্বশীল প্রকরণ রূপে নিজের সগর্ব অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখবে।

Scanned with CamScanner